মেহেরপুরে কৃষকের মাঝে বিনামূল্যে মাসকলাই বীজ ও সার বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্যোগে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের খরিফ-২ মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে মাসকলাই বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের ৬০০ কৃষকের হাতে বিনামূল্যে বীজ ও সার তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

এ সময় প্রতিটি কৃষককে ৫ কেজি মাসকলাই বীজ, ১০ কেজি ডিএপি সার এবং ৫ কেজি এমওপি সার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার সাহাদুল ইসলাম এবং অতিরিক্ত কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান।

আয়োজকরা জানান, প্রণোদনা কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমানো এবং মাসকলাই ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করাই এ কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

গাংনীতে কৃষকদের বিনামূল্যে মাসকলাই বীজ ও সার বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে মাসকলাইয়ের বীজ ও রাসায়নিক সার বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০টার সময় কৃষকদের হাতে বীজ ও সার তুলে দিয়ে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. ইমরান হোসেন।

গাংনী উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি অফিসের যৌথ আয়োজনে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খরিপ-২ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় মাসকলাই ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের ১ হাজার কৃষককে এ প্রণোদনা দেওয়া হবে।

প্রতি কৃষক পাবেন ৫ কেজি মাসকলাই বীজ, ১০ কেজি ডিওপি ও ১০ কেজি এমওপি সার।

বীজ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মোতালেব আলী এবং উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের কৃষক।

গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুই পদে চারজনকে যোগদানের আদেশ!

মেহেরপুরের গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্য দুটি পদে অধিদপ্তর থেকে চারজনকে যোগদান করায় সৃষ্টি হয়েছে নানা জটিলতা।

বর্তমানে চারজন শিক্ষকই প্রতিযোগী হয়ে ক্লাস নিচ্ছেন বিদ্যালয়টিতে। কেউ বলছেন অনলাইনে আবেদন করে যোগদানপত্র পেয়েছেন আবার কেউ বলছেন সরাসরি অফলাইনে যোগাযোগ করে আদেশপত্র নিয়েছেন। চার শিক্ষকই হয়ে উঠেছেন বিদ্যালয়ে একে অপরের প্রতিযোগী প্রতিদ্বন্দ্বী।

যোগদানকৃত শিক্ষকরা সকলেই বৈধতা দাবি করলেও বিদ্যালয়ে দুটি শূন্য পদে যোগদান করবেন মাত্র দুইজন শিক্ষক।

এমন পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়টিতে একদিকে যেমন লেখাপড়া বিঘ্নিত

হচ্ছে, অন্যদিকে বদলির জটিলতায় বিপাকে পড়েছেন বিদ্যালয়টির প্রধান শিক্ষক। দাপ্তরিক আদেশে তিনি সকলেরই যোগদানপত্র নিয়েছেন। তবে প্রতিযোগিতায় চারজনই থাকতে চান একই বিদ্যালয়ে। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন, প্রথমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরাই সঠিক পন্থায় যোগদান করেছেন, বাকিরা যারা বিভিন্ন মাধ্যমে যোগাযোগ করেছেন তাদের নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ফাতেমা খাতুন অবসরে যান গত ১৫ নভেম্বর ২০২৪ এবং ফেরদৌসী আরা অবসরে যান ২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে। অবসরজনিত কারণে শূন্য দুটি পদে যোগদান করতে অনলাইনে আবেদন করেন আকুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুমাইয়া নাসরিন, ষানঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শিউলি খাতুন, ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লিলুফা ইয়াসমিন, বড়গাংনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শিউলি খাতুনসহ মোট ৩১ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। আবেদনগুলো যাচাই-বাছাই শেষে আকুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুমাইয়া নাসরিন (স্বারক নং-১২০(২১) ও শিউলি খাতুনকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের একটি আদেশে গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি করেন এবং সেখানে যোগদানের নির্দেশ দেন। সে মোতাবেক সুমাইয়া নাসরিন ১৬-০২-২০২৫ তারিখে গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ০১ নম্বর শূন্য পদে যোগদান করেন। অপর একটি আদেশে শিউলি খাতুন যোগদান করলেও তথ্য গোপনের অভিযোগে শিউলি খাতুনকে স্থগিত করা হয়।

ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লিলুফা ইয়াসমিন প্রথমে অনলাইনে আবেদন করেন। পরে তার বদলির আদেশ না পেয়ে তিনি অফলাইনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কতিপয় কর্মকর্তাকে আর্থিক সুবিধা দিয়ে যোগদানপত্র নিয়ে আসেন। অপর শিক্ষিকা শিউলি খাতুনকেও দেওয়া হয় উক্ত পদে নিয়োগ। তবে একে একে চার শিক্ষিকাকে যোগদানপত্র দেওয়া হয়েছে। এতে মহা বিপাকে পড়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।

বদলি হয়ে আসা আকুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা সুমাইয়া নাসরিন জানান, আমি অনলাইনে আবেদনের মাধ্যমে নিয়মনীতি ও সকল শর্ত পূরণ সাপেক্ষে গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেছি। কিন্তু অজানা এক ক্ষমতার বলে আমাকে আগের স্থলে যেতে বলা হচ্ছে। আমি যেহেতু সর্বপ্রথম এখানে অনলাইনে যোগদান করেছি, সেহেতু আমি এখানেই থাকতে চাই। আমাকে এখান থেকে সরানোর জন্য জেলা-উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা চাপ সৃষ্টি

করছেন। শুধু তাই নয়, আমার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে ভুল তথ্য সরবরাহ করেছেন।

ভাটপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা লিলুফা ইয়াসমিন বলেন, আমি গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি যোগদান করতে প্রথমে অনলাইনে আবেদন করি। সে আবেদন ত্রুটির কারণে বাতিল হয়ে যায়। পরে অফলাইনে (সরাসরি) যোগাযোগের মাধ্যমে আদেশ নিয়ে আসি। অফলাইনে যোগাযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার একটি মাধ্যম আছে, যা বলা যাবে না, বুঝে নিতে হবে?

সদ্য বদলি হয়ে আসা শিক্ষিকা শিউলি খাতুন বলেন, আমি ষানঘাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৬ বছর চাকরি করেছি। বয়স ও দূরত্বের বিষয়টি বিবেচনা করে আমাকে অধিদপ্তর থেকে গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানের আদেশ দিয়েছেন। এখানে যোগদানপত্র দিয়ে যোগদান করেছি। এখন শুনছি এখানে চারজনকে একই পদে বদলি করা হয়েছে। তবে এটি উপজেলা ও জেলা কর্মকর্তাদের ভুলের কারণে এমন বিড়ম্বনা হয়েছে বলেও জানান ওই শিক্ষিকারা।

শিক্ষিকারা জানান, অধিদপ্তর যোগদান করাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু পদ শূন্য করে রাখা হয়েছে। যার ফলে একাধিক পদে সংযুক্ত করা হয়েছে। তবে জেলা শিক্ষা অফিসারের অতি চতুরতার কারণেও মেহেরপুরের বিভিন্ন স্কুলে এমন ঘটনা ঘটে বলেও অভিযোগ করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অনেকে।

গাংনী থানাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাহাবুবুর রহমান কাজল বলেন, ২০২৪ ও ২০২৫ সালে দুটি শিক্ষকের পদ শূন্য হয়। বিষয়টি জেলা শিক্ষা অফিসারকে জানালে কয়েকদিন পর শাম্মিয়ারা দিপ্তিকে ডেপুটেশনে দেন। কয়েকদিন পর অনলাইনের আবেদনের ভিত্তিতে ১৬-০২-২০২৫ তারিখে যোগদান করেন সুমাইয়া নাসরিন। তিনি প্রতিদিনই স্কুল করছেন। তার কিছুদিন পর লিলুফা ম্যাডাম অধিদপ্তর থেকে ডেপুটেশনে আসেন। পরে তিনি অফলাইনে যোগাযোগ করে বদলির আদেশ নিয়ে আসেন। এভাবে মোট চারজনকে অধিদপ্তর এখানে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এদের মধ্যে একজন জেলা ট্রান্সফার্ড আছেন। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিনকে জানতে চাইলে বিষয়টি কিছুই জানেন না বলে এড়িয়ে যান।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বিভাগীয় পরিচালক ডা. মো. শফিকুল ইসলাম বলেন, এটা দাপ্তরিক বিষয়। এখানে মন্তব্য করার কিছু নেই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আবু নুর মোহাম্মদ সামসুদ্দিন বলেন, অনলাইনে যিনি আগে আদেশ পেয়েছেন, তিনিই বৈধ। সরাসরি বা অফলাইনে বদলির কোনো সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির সদস্য হলেন জাকির হোসেন

বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি গঠণ করা হয়েছে। কমিটিতে মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রাথী ও শিক্ষক নেতা জাকির হোসেনকে সদস্য করা হয়েছে।

গত ১ সেপ্টেম্বর বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আহবায়ক প্রফেসর ডা. জেড এম জাহিদ হোসেন এবং সদস্য সচিব কাদের গণি চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ সম্মিলিত পেশাজীবী পরিষদের বিদ্যামান আহবায়ক কমিটি বিলুপ্ত করা হয়েছে।

আগামী ৯০ দিনের মধ্যে এ পরিষদের সম্মেলন ও কাউন্সিল অনুষ্ঠানের জন্য ইসমাইল জবিউল্লাহকে আহবায়ক করে ১১ সদস্যর কমিটি গঠণ করা হয়েছে।

বাকি সদস্যরা হলেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, প্রফেসর ড. মোর্শেদ হাসান খান, কাদের গণী চৌধুরী, ইঞ্জি. শাহরিন ইসলাম তুহিন, ডা. জহিরুল ইসলাম শাকিল, প্রফেসর আব্দুস সালাম, প্রফেসর মোস্তাফিজ, জাকির হোসেন, রফিকুল ইসলাম, মোকসেদুল মোমেনিন মিথুন।

[redacted]

[redacted]

মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা প্রমুখ।

এছাড়াও গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বিশ্বাস, জেলা বিএনপি’র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি নেতাকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ আটকের প্রতিবাদে সাংবাদিক সম্মেলন

আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও ম্যাগাজিনসহ বিএনপি নেতা গোলাম মোস্তফা ডাকুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ এবং তার নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

গতকাল সোমবার দুপুর আড়াই টার সময় আসাদুজ্জামান বাবলুর গাংনী হাসপাতাল বাজারস্থ অফিসে এই সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শাজাহান সেলিম, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইনসহ বিএনপি নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, ইদানীং দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য বিভিন্ন স্বার্থনেষী মহল অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকার ঘোষিত জাতীয় নির্বাচনের রোডম্যাপ বানচাল করার জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অযাচিতভাবে চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজিসহ এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ এনে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেফতার করছে।

মেহেরপুরে ফেনসিডিল রাখার দায়ে চারজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেহেরপুরে মাদক মামলায় চার আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। পাশাপাশি প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১টার দিকে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এএসএম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন।
মামলায় আসামি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন আজম খোকন ও রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন পাবলিক প্রসিকিউটর সাইদুর রাজ্জাক।

আসামিরা হলেন, গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের টিপু সুলতান, স্বপন আলী, আবেদ আলী ও জুয়েল রানা। অপর আসামি রাজিব সর্দারের বাড়ি রাজশাহীর বাঘা উপজেলায়। অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় রাজিবের বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। দণ্ডিতদের মধ্যে রাজিব ও জুয়েল রানা পলাতক রয়েছেন।

মামলার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০১৯ সালের ৬ সেপ্টেম্বর ভোরে গাংনীর আকুবপুর এলাকায় পুলিশের চেকপোস্টে একটি ট্রাক আটক করা হয়। এ সময় তল্লাশিতে ট্রাক থেকে ৪৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। ঘটনাস্থলে চারজনকে আটক করা হলেও জুয়েল রানা পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় গাংনী থানার এসআই আলী রেজা বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামি করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী (পিপি) সাইদুর রাজ্জাক বলেন, মাদকের বিরুদ্ধে সরকার যে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে, আজকের এ রায় তারই প্রতিফলন। আসামিদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ আমরা আদালতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি। আদালত তাদের চারজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, অপর আসামি রাজিব অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার বিষয়টি শিশু আদালতে নিষ্পত্তি করতে বলেছেন, যা সমাজে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

রবিবার বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স পর্যটন মোটেলে এ উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা এনসিপি কমিটির যুগ্ম প্রধান সমন্বয়ক ও প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট শাকিল আহম্মেদের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম আহ্বায়ক সারোয়ার তুষার এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির যুগ্ম প্রধান সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) মোল্লা রহমাতুল্লাহ।

জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় সদস্য সোহেল রানার সার্বিক তত্ত্বাবধানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আরিফ খান, মুজিবনগর উপজেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আল মামুন সেন্টু এবং উপজেলা কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী তারিকুল ইসলামসহ জেলা ও উপজেলার এনসিপি নেতৃবৃন্দ।